দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..FEB 7 1999 ..

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

পিটিআই সহকারী গ্রন্থাগারিক-কাম-ক্যাটালগারদের দুরবস্থা

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৩টি গভর্নমেন্ট প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই)তে ১ বছর মেয়াদী সি-ইন এড কোর্স চালু আছে। এই কোর্স যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য পিটিআইগুলিতে রহিয়াছে একটি করিয়া লাইব্রেরী। এ সকল লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা যোগ্যতাসম্পন্ন একজন করিয়া সহকারী লাইব্রেরীয়ান-কাম-ক্যাটালগার আছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা হইলেও তাহার বেতন স্কেল ২১০০ টাকা (১৯৯৭-এর বেতন স্কেল অনুসারে), যাহা একই প্রতিষ্ঠানে সমমানসম্পন্ন অন্যান্য পদ হইতে চার ধাপ নীচে। যেমন বেতন ইনস্ট্রাক্টর সাধারণ (স্নাতক+বি,এড), ইনস্ট্রাক্টর আর্টস এন্ড ক্রাপস (আর্টসে ডিপ্লোমা), ইনস্ট্রাক্টর শারীরিক শিক্ষা (স্নাতক+বিপিএড) পদের বেতন স্কেল ৪৩০০ টাকা, স্নাতক+বিএ বিএড ধারী শিক্ষক (পরীক্ষণ বিদ্যালয়)-এর বেতন স্কেল ৩৪০০ টাকা, স্নাতক ও সিইন-এড পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন স্কেল ২২৫০ টাকা হইলেও বিএড কোর্স সম্পন্ন করার সাথে সাথে তাহারা ৩৪০০ টাকার স্কেল প্রাপ্ত হন। অথচ স্নাতক ও ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী সাইন্সে ডিগ্রীধারীদের বেতন স্কেল ২১০০ টাকা। উল্লেখ্য, বিএড আর্টসে ডিপ্লোমা, বিপিএড এবং ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী সাইন্স সবই এক বছরের কোর্স। একই দেশে একই প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের বৈষম্য সত্যি নজিরবিহীন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে সমযোগ্যতাসম্পন্ন সহকারী লাইব্রেরীয়ান-কাম-ক্যাটালগার ও অন্যান্য সমমানের পদের বেতন স্কেলও ৩৪০০ টাকা। অর্থাৎ অন্য প্রতিষ্ঠানের বিবেচনায়ও বেতন-বৈষম্য সুস্পষ্ট। অথচ এই বৈষম্য কাহারও নজরে পড়ে না। সাবেক সরকারের আমলে একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে কয়েকজন আমলার সমন্বয়ে বেতন-বৈষম্য দূরীকরণে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল; কিন্তু সে কমিটির সুনজরে পড়েন নাই পিটিআই-এর হতভাগ্য সহকারী লাইব্রেরীয়ান-কাম-ক্যাটালগারগণ। বর্তমান সরকারের আমলে বেতন-বৈষম্য দূরীকরণের জন্য একটি সংসদীয় কমিটি রহিয়াছে এবং অতিসম্প্রতি এই কমিটি বিভিন্ন ক্যাডারে বিরাজমান বেতন-বৈষম্য দূরীকরণের পদক্ষেপও নিয়াছেন। কিন্তু সে কমিটির দৃষ্টি শুধু ক্যাডারগুলির মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে। ঐ গন্ডি পার হইয়া তাহা এই হতভাগ্যদের পর্যন্ত পৌছিবে বলিয়া আশা রাখি। বহু লেখালেখির পর মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পর্যন্ত পিটিআই-এর হতভাগ্য সহকারী লাইব্রেরীয়ান-কাম-ক্যাটালগারগণের আকুতি পৌছিয়াছে। ইহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া মহাপরিচালক দপ্তর হইতে ২৬-৬-৯০ তারিখে স্মারক নং ৭-এ/৪প্রাই (প্রশিক্ষণ) /৯০/৩৩৫৫-এর মাধ্যমে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাবরে পিটিআই-এর সহকারী লাইব্রেরীয়ান-কাম-ক্যাটালগার পদের জন্য ১৩৫০ টাকা স্কেল পরিবর্তন করিয়া বর্তমান ৩৪০০ টাকা প্রদান করার সুপারিশ করা হইলেও আট বছরেও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয় নাই। উক্ত সুপারিশে আর একটি বিষয় ছিল, তাহা হইল, পিটিআই লাইব্রেরীগুলির মান আরও উন্নত করার স্বার্থে প্রত্যেক পিটিআইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী যোগ্যতাসম্পন্ন বর্তমান ৪৩০০ টাকা বেতন স্কেলে একটি করিয়া লাইব্রেরীয়ান পদ সৃষ্টি করা। পিটিআইএ কর্মরত সহকারী লাইব্রেরীয়ান-কাম-ক্যাটালগারদের মধ্যে বেশীরভাগই হইতেছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রিধারী। চাকুরী সংকটের কারণে এইসব পেশাজীবী নিম্নতম বেতন স্কেল সত্ত্বেও উক্তপদে যোগদান করিয়াছিলেন এই আশায় যে, নিশ্চয়ই এই বেতন-বৈষম্য দূর হইবে এবং প্রত্যেক পিটিআইতে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদাসম্পন্ন লাইব্রেরীয়ানের পদ সৃষ্টি হইবে। তখন তাহারা যথাযথ মর্যাদা পাইবেন। কিন্তু তাহাদের সে আশা আজও পূরণ হয় নাই। বর্তমান সরকার তাহাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়া বেতন-বৈষম্য দূরীকরণে পদক্ষেপ নিবেন এই আশা করিতেছি।

সেখ সাদী মোঃ জাকারিয়া,
সহকারী লাইব্রেরীয়ান-কাম-ক্যাটালগার,
পিটিআই, বরিশাল।